# আলোচ্য বিষয় :
# ভারতীয় দর্শনে অদ্বৈত মতে অজ্ঞান বা মায়ার স্বরূপ

দর্শন-অনার্স
SEMESTER -II

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Department of Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

মায়ার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অদ্বৈত বেদান্তীরা বলেছেন –

**“সদসদভ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্, ত্রিগুনাত্মকম্ ,জ্ঞান বিরোধী ভাব রূপম যৎকিঞ্চিৎ।”**

**সদসদভ্যাম্:-**

মায়া সৎও নয় আবার অসৎ-ও নয়। আবার সদসৎ-ও নয়। যা কোন কিছুর দ্বারা বাধিত হয় না তাই সত্য। ব্রহ্মের সত্তার দ্বারা মায়া বাধিত হয় বলে ব্রহ্মের মতো মায়া সত্য নয়। মায়া অসৎ নয়, কারণ অজ্ঞান ব্যক্তির কাছে মায়ার প্রভাবে জগৎ প্রতিভাত হয়। যা ব্রহ্মের মত সৎ নয় ,আবার আকাশ কুসুমের মতো অসৎ নয় তাকেই শঙ্কর মায়া বা মিথ্যা বলেছেন।

**অনির্বচনীয় :-**

অদ্বৈত মতে মায়া সৎ-ও নয় , অসৎ-ও নয় আবার সদসৎ-ও নয় বলে মায়াকে অনির্বচনীয় বলতে হয়।

মায়াকে সৎ, অসৎ ও  সদসৎ এই তিনটি বিশেষণের কোনটি দিয়েই বিশেষিত করা হয় না বলে তা অনির্বচনীয়।

**ত্রিগুণাত্মক :**

মায়া সত্ত্ব, রজ: ও তম : গুণের অধিকারী। জাগতিক পদার্থের আমরা এই তিনটি গুণের সমন্বয় দেখতে পাই।

**জ্ঞানবিরোধী:**

সত্যিকারের জ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞান দূর হয়ে যায়। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বাধিত হয়। যেমন রজ্জুর প্রকৃত জ্ঞানে সর্পের অধ্যাস দূর হয়। তাই অজ্ঞান বা মায়া জ্ঞান বিরোধী।

**ভাবরূপম:**

মায়ার দুটি শক্তি – একটি আবরণ শক্তিও অন্যটি বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ হলো অভাবাত্মক আর বিক্ষেপ হল ভাবাত্মক। মায়া ব্রহ্মের জায়গায় মিথ্যা জগতকে আরোপ করে। এটি মায়ার আবরণের দিক। আর বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা মায়া ব্রহ্মের জায়গায় জগতকে অধ্যস্ত করে। বিক্ষেপের দিক থেকেই মায়া মিথ্যাজ্ঞান; আর আবরণের দিক থেকে এটি জ্ঞানের অভাব। মায়া ব্রহ্মের মত নিত্য নয় বলে প্রকৃত জ্ঞানের কাছে মায়ার কোন স্থান নেই।

**যৎকিঞ্চিৎ :-**

মায়া মিথ্যা হলেও একটা কিছু অর্থাৎ তা নিছক শূন্যতা নয়। এই জগতের পারমার্থিক সত্তা না থাকলেও ব্যবহারিক সত্তা আছে।

আমাদের দিক থেকে মায়া অজ্ঞান বা অবিদ্যা কিন্তু ব্রহ্মের দিক থেকে মায়া হল বিভ্রম ঘটানো শক্তি, এটি যাদুকরের জাদু শক্তির মত।

ধন্যবাদ